বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা ২০২১-২২ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত (প্রথম প্রান্তিক) সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব মোঃ আজিজুল ইসলাম অতিরিক্ত সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
তারিখ	:	৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২১
সময়	:	বেলা ০৩:৩০ টা
স্থান	:	অনলাইন সিস্টেম।
উপস্থিত সদস্য	:	রেকর্ডেড।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের উপসচিব (প্রশাসন-৩) মোল্লা মিজানুর রহমান আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় বিভিন্ন বিষয় উপস্থাপন করেন। তিনি সভায় অবহিত করেন যে, ২০২১-২২ অর্থ-বছরের শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত অংশীজনের অংশগ্রহণে দুটি সভা আয়োজন করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সভা আহবান করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিম্নবর্ণিত পাঁচটি জবাবদিহিমূলক উপকরণ নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA);
(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS);
(গ) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা (GRS);
(ঘ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (CC);
(ঙ) তথ্য অধিকার (RTI);

০২। উপরিল্লিখিত বিষয়সমূহ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অথবা এ বিভাগ থেকে যে কোনো ধরণের দাপ্তরিক সেবা প্রাপ্তিতে কোনো ধরণের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হচ্ছেন কিনা এ বিষয়ে সভাপতি সকলের নিকট জানতে চান। পেট্রোবাংলার মহাব্যবস্থাপক সভাকে অবহিত করেন যে, পেট্রোবাংলার ক্ষেত্রে সুশাসনের উপকরণসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আওতাধীন কোম্পানীসমূহের ওপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু কাজের প্রতি সকলের সমান আন্তরিকতা ও নিষ্ঠা না থাকায় লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেক সময় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়। তাই সরকারি অফিসে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকলকে সমান আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করার বিষয়ে তিনি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি সভাকে আরও অবহিত করেন সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এখন পর্যন্ত কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়নি যদি কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয় তবে এ বিভাগকে অবহিত করা হবে। খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো'র সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট সভাকে অবহিত করেন যে, বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি এবং তথ্য অধিকারের যে সকল সূচক টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে তা যথাসময়ে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে। হাইড্রোকার্বন ইউনিট হতে জানানো হয়েছে সুশাসন, প্রশিক্ষণ এবং পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে তার দপ্তর যথেষ্ট সচেতন রয়েছে। তাছাড়া, এ পর্যন্ত সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। বিপিসি'র ফোকাল পয়েন্ট সভাকে অবহিত করেন যে, নৈতিকতা কমিটির সভা, ফিডব্যাক সভা, লাইসেন্স প্রত্যাশীদের সাথে অংশীজনের সভা ইতোমধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে। তাছাড়া তেলের ডিপো ও দুটি পেট্রোল পাম্প ইতোমধ্যে পরিবীক্ষণ করা হয়েছে। সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট সচেষ্ট রয়েছে এবং এ পর্যন্ত কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হয়নি। অভিযোগ প্রতিকারের বিষয়ে বিপিসি আগের চেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করছে।

০৩। সভাপতি বলেন যে, সরকারি অফিসে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী-কে সমানভাবে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা নিয়ে কাজ করতে হবে। সকলের সমন্বিত উদ্যোগেই সরকারের গৃহীত সংস্কার কার্যক্রমসমূহ অধিকতর ফলপ্রসূ হবে মর্মে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।

০৪) বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

ক) সুশাসন প্রতিষ্ঠায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত পাঁচটি উপকরণ বাস্তবায়নে এ বিভাগ এবং আওতাধীন সংস্থা সমূহের কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে যেসব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে সেসব লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত সময়ে অর্জনের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত সকলকে সচেষ্ট থাকতে হবে।

খ) এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক আয়োজিত স্টেকহোল্ডার সভা বা বিভিন্ন গণশুনানিতে অনলাইন অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা, তথ্য অধিকার, সিটিজেন চার্টার ইত্যাদি বিষয়ে জনগণকে জানাতে হবে।

গ) অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণের অংশ হিসেবে এ বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ-কে সুশাসনের পাঁচটি উপকরণে প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

ঘ) সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা পরিলক্ষিত হলে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।

৫। অতঃপর আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ আজিজুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-৩ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

নং-২৮.০০.০০০০.০২২.০৫.০০২.২১- ৯০৬

তারিখ: ২১ আশ্বিন, ১৪২৮ / ০৬ অক্টোবর, ২০২১

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) অতিরিক্ত সচিব, অতিরিক্ত সচিবের দপ্তর (প্রশাসন), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।
২) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন
৩) চেয়ারম্যান, চেয়ারম্যান-এর দপ্তর, বাংলাদেশ তৈল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ করপোরেশন (পেট্রোবাংলা)।
৪) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম ইন্সটিটিউট।
৫) মহাপরিচালক, খনিজ সম্পদ উন্নয়ন ব্যুরো (বিএমডি)
৬) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), হাইড্রোকার্বন ইউনিট
৭) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অনুবিভাগ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
৮) প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ, প্রধান বিস্ফোরক পরিদর্শক, বাংলাদেশ এর কার্যালয়, বিস্ফোরক পরিদপ্তর
৯) সচিব, সচিব-এর দপ্তর, বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন
১০) মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
১১) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিসন এ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানী লিমিটেড।
১২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক , বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন এন্ড প্রোডাকশন কোম্পানী লিঃ (বাপেক্স)।
১৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, গ্যাস ট্রান্সমিশন কোম্পানী লিমিটেড (জিটিসিএল)।
১৪) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পদ্মা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড।
১৫) ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড।
১৬) ব্যবস্থাপনা পরিচালক, যমুনা অয়েল কোম্পানী লিমিটেড।
১৭) প্রোগ্রামার, আইসিটি শাখা, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ।

০৬/১০/২১
(মোল্লা মিজানুর রহমান)
উপসচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ